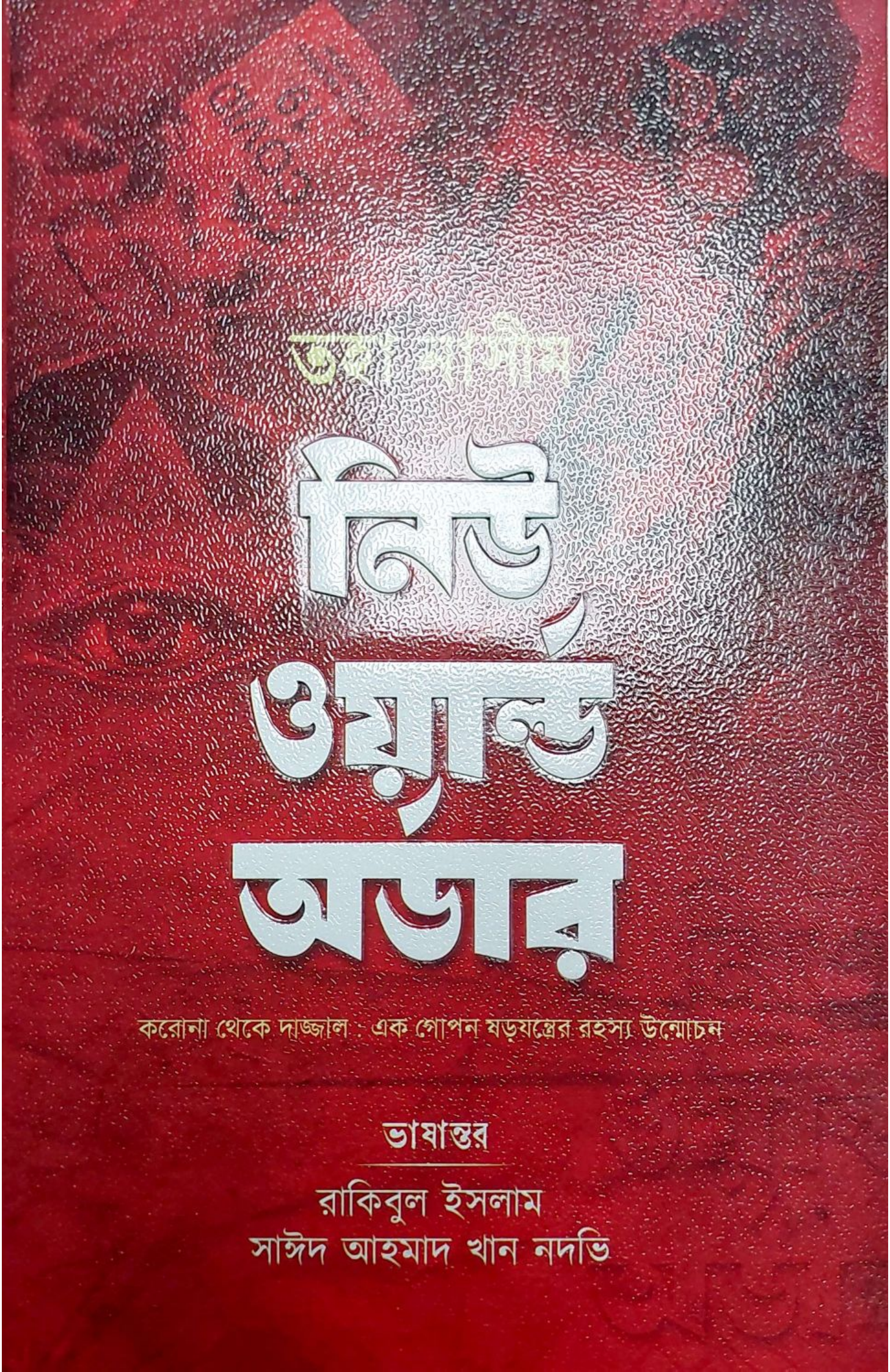

[illegible]

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার

করোনা থেকে দাজ্জাল : এক গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচন

ভাষান্তর

রাকিবুল ইসলাম

সাঈদ আহমাদ খান নদভি

বইটি কোনো ইতিহাস গ্রন্থ নয়, কেবল পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় একটি গবেষণাগ্রন্থ। লেখক তন্নতন্ন করে অসংখ্য বিষয় টেনেছেন, অনেক বাস্তবতার ইঙ্গিত করেছেন। মূল বইয়ে এসবের রেফারেন্স না থাকলেও আমরা চেয়েছিলাম প্রতিটি বক্তব্যের রেফারেন্স যুক্ত করতে কিন্তু আলোচনা এবং বিষয়গুলো এমন, যে কেউ ঠাহর করতে পারবে যে, এরকম কিছু একটা ঘটতে চলেছে। এদিকটায় লক্ষ্য করবে রেফারেন্সের শিথিলতা এবং সময় ও দুর্বোধ্যতায় আপাতত ইচ্ছেটা পূরণ হয়নি। তবুও চেষ্টার কমতি না থাকায় অনেকগুলো রেফারেন্স যুক্ত হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ।

সমসাময়িক গবেষক ও সাংবাদিক তাহা নাসীম চেয়েছেন, পাঠকের সামনে চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করতে, কঠিন এক বাস্তবতার জট খুলতে। ষড়যন্ত্রের জাল ও ঘনীভূত এক অমানিশার বার্তা দিতে। তার অন্যান্য বইয়ের মতোই এই বইটিও চিন্তার ব্যাপক খোরাক জোগাবে।

লেখকের চিন্তা, তার গবেষণার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা বা না করাই স্বাভাবিক। তবে তার চিন্তার প্রখরতা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সাংবাদিকতার পদচারণায় কিছুটা অভিজ্ঞতার আভাস পাওয়া যায়।

এক ধাক্কায় বিশ্বের চিত্র পালটে দেওয়া এক গভীর ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচনের দরোজায় আপনাকে স্বাগত।

নিউ
ওয়ার্ল্ড অর্ডার

(করোনা থেকে দাজ্জাল: এক গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্য উন্মোচন)

মূল

তহা নাসীম

অনুবাদ

রাকিবুল ইসলাম

সংযোজন

সাঈদ আহমাদ খান নদভি

প্রয়াস প্রকাশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কি করোনা ভাইরাসের পিছনে? ৮
করোনা ভাইরাস কি দাজ্জালি শক্তির ট্রায়াল? ৮
করোনা কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো! ৯
ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯
নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (NEW WORLD ORDER) ১০
ভাইরাস ছড়াতে ইলুমিনাতি পৃষ্ঠপোষকতা করেছে? ১১
করোনার প্রচার প্রসারে ওদের এত আগ্রহ কেন? ১২
ভেকসিন কি ধর্ম থেকে বিমুখ করার ষড়যন্ত্র? ১৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কী চায়? ১৫
দাজ্জালের প্রধান অনুচর ইহুদী শক্তি কীভাবে কাজ করে যাচ্ছে? ১৫
দাজ্জালি বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু ১৭
নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডারের জন্য হায়কালে সোলাইমানি নির্মাণ ১৮
ইহুদি বর্ণনায় মাসিহর আগমন ১৯

তৃতীয় অধ্যায়

মুসলিম শাসকরা কেন ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিচ্ছে? ২২
মুসলিম উম্মাহর সাথে আরব শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা ২৪
তেল-যুগের অবসান ও আরব শাসকবৃন্দ ২৫
ইসরাইল জেরুজালেমের হকদার দাবি করা ৩১

চতুর্থ অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে! ৩৫
নতুন নেতৃত্ব, তুরস্ক ও কুর্দিস্তান সমস্যা ৩৫
তুর্কিদের গুরুত্ব এবং মুসলিমদের নতুন নেতৃত্ব ৩৯

পঞ্চম অধ্যায়

সময় কি তাহলে ঘনিয়ে আসছে! ৪৩
আরবদের বড় একটি দল কাফের ও ইহুদিদের সঙ্গ দেবে ৫৮
দাজ্জালের প্রাদুর্ভাবের কিছু আলামত ৬২
কিন্তু দাজ্জালকে কোথায় কতল করা হবে? ৬৩
দাজ্জালের অনুসারী নারী ও বিশ্ব পরিস্থিতি ৬৪
বায়তুল মুকাদ্দাস বনাম কুফুরি ষড়যন্ত্র ৬৭
ইহুদি চক্রান্ত ৭০
ইয়াজুজ-মাজুজ কারা এবং তাদের অবস্থান কোথায়? ৭৩
আমাদের করণীয় কী? ৭৯

প্রথম অধ্যায়

দাজ্জালি শক্তি কি করোনা ভাইরাসের পিছনে?

আমাদের সবুজ পৃথিবী প্রতিনিয়ত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এর পিছনে রয়েছে একটি অপশক্তির ভয়াবহ ষড়যন্ত্র। আজকের এই বইতে আমরা জানব, কারা সেই অপশক্তি। কী তাদের পরিচয়! তাদের পরিকল্পনা কী! কীভাবে তারা তা বাস্তবায়ন করছে!

নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার বা নতুন বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কত গভীর ষড়যন্ত্র এঁটেছে এবং কীভাবে তারা টার্গেট বাস্তবায়ন করতে চলেছে। গ্রেট ইজরাইল প্রতিষ্ঠার মনোবাসনা কতদূর এবং কেন?

আসুন এক গোপন ষড়যন্ত্রের রহস্য উদ্ধার করার লক্ষ্যে আমরা আমাদের আলোচনা এগিয়ে নিই।

যে অশুভ শক্তি পৃথিবীকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তারা হচ্ছে জায়নবাদী ইহুদি গোষ্ঠী! শয়তানের উপাসনাকারী নিষ্ঠুর গোষ্ঠী! দাজ্জালের অনুচর গোষ্ঠী! দাজ্জালি শক্তি! তারা প্রতিনিয়ত ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র এঁটে যাচ্ছে। অপকৌশল আঁটছে পৃথিবীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার। এর মাঝে রয়েছে বাইতুল আকসা দখল, হায়কালে সুলাইমানি নির্মাণ, সমকামিতা, জিনা-ব্যভিচার সহ বিভিন্ন অশ্লীলতার প্রচার-প্রসার। ধারণা করা হয় করোনা ভাইরাসের হাইপ তুলে পৃথিবীকে কন্ট্রোল করার ট্রায়ালের পিছনেও এই গোষ্ঠীর হাত রয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তি, জাদুবিদ্যা চর্চা ও স্মার্টফোন ইত্যাদির মাধ্যমেও এই গোষ্ঠী তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে।

করোনা ভাইরাস কি দাজ্জালি শক্তির ট্রায়াল?

২০১৯ সালের অক্টোবরে চীনের উহান অঞ্চল থেকে (করোনা) মহামারি শুরু হয়ে তা আজ গোটা বিশ্বকে হেলিয়ে দিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার মতো করোনা মহামারিও দ্রুতগতিতে সমগ্রবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর যাত্রা থমকে গেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সবকিছুই যেন স্থির হয়ে পড়েছিল। এই বইটি লেখা পর্যন্ত সাড়ে ৩ কোটির বেশি মানুষ এই করোনায়

আক্রান্ত হয় এবং দশ লাখেরও বেশি মানুষ মারা যায়। ইতালি, স্পেন ও আমেরিকার মতো বিশ্বের চিকিৎসা ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিখ্যাত রাষ্ট্রগুলোও মারাত্মকভাকে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। করোনার চিকিৎসা দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করছে। এছাড়া অন্যান্য বহু দেশের অর্থনীতিই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। শুরুর দিকে এই রোগের ফলপ্রসূ কোনো ভ্যাকসিন পাওয়া যায়নি যদিও পরবর্তীকালে সান্ত্বনামূলক ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছিল। এ ভ্যাকসিন নিয়ে অসংখ্য মানুষ বিভিন্ন কঠিন ও দুর্লভ রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

এতকিছু সামনে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মাঝে প্রশ্ন উঠছে, করোনা ভাইরাস কি দাজ্জালি শক্তির কোনো ট্রায়াল হিসেবে কাজ করেছে?

করোনা কোনো ষড়যন্ত্র নয় তো!

একদিকে ইহুদি পরিচালিত বিশ্ব মিডিয়াগুলো করোনাকে বিপজ্জনক মহামারি বলে বেড়াচ্ছে—অপরদিকে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞগণ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ একে বৈশ্বিক ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করছেন। তাদের বক্তব্য হলো, (কোভিড ১৯) করোনার আড়ালে বিশ্ব ইহুদিবাদ ও জায়নবাদ তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়। এবং এ মহামারি মূলত "নতুন বিশ্বব্যবস্থা" (New World Order) বাস্তবায়নের চূড়ান্ত পদক্ষেপ।

ইসলামের বিরুদ্ধে ইহুদিদের চক্রান্তের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

করোনা ভাইরাস ও তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পদক্ষেপ কীভাবে ইহুদিবাদের ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে, তা বুঝার আগে আমাদেরকে ইসলাম ও মানবতার বিরুদ্ধে ইহুদি চক্রান্তের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে জানা উচিত।

বিশ্ব উপনিবেশবাদী ও তাদের মিত্র ইহুদিবাদি খ্রিষ্টানরা উনবিংশ শতাব্দীতে দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে উসমানি খেলাফত ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার"–এর পথ সুগম করে দেয়। ইসলামি খেলাফত ধ্বংস হওয়ার মাধ্যমে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের নতুন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটানো হয়। তারপর আন্তজার্তিক ক্রুসেডার শক্তি দ্বারা ইরাক ও আফগানিস্তানে আক্রমণ করানো হয়। শেষে নতুন পন্থা তারা অবলম্বন করেছে ইসলামকে ঘায়েল করার জন্য। তা হলো, ইসলামকে তারা সন্ত্রাসবাদ বলে ঘোষণা করে।

একটা বিষয় লক্ষ্য রাখবেন, ইহুদিবাদের নিজস্ব কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজন পড়লেই সেটার উপকারিতা মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বহু আগে

থেকেই প্রচার শুরু করে। রেডিও, টিভি-চ্যানেল, সংবাদপত্র, বই, উপন্যাস এবং ফিল্ম-কার্টুনের মাধ্যমে লোকদের মগজ ধোলাই করে। এর ফলে মানুষ একসময় এ প্রতারণাকেই সত্য বলে মেনে নেয়। তাদের অপপ্রচারের পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাদেরকে নীরবে সরানোর ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। "নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার" বাস্তবায়নকারীরা এতটাই কুৎসিত হৃদয়ের অধিকারী যে, তাদের কাজে বাধা দানকারীদের ওপর পৃথিবীটা সংকীর্ণ করে দেওয়ার মনস্থির করে। এমনকি এ ক্ষেত্রে তারা তাদের দলভুক্ত সদস্যদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা (NEW WORLD ORDER)

প্রতিটা নতুন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যই একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রয়োজন পড়ে। তাই ইহুদিবাদি ও তাদের সমর্থক খ্রিস্টানপন্থীদের গোপন সংগঠন ইলুমিনাতি জন্মের শুরু থেকেই একটি নতুন বিশ্ব শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করে আসছে। যে শাসনব্যবস্থার ভাগ্য ইহুদিদের হাতে থাকবে। গোটা বিশ্ব তাদের গোলামির শিকলে আবদ্ধ থাকবে। এ শাসনব্যবস্থাকেই আধুনিক যুগে (NEW WORLD ORDER) 'নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার' বলে। এর রূপায়ণ সর্বপ্রথম একজন ল্যাটিন গবেষক হুগো গ্রোশিয়াস (Hugo grotus) ১৫৮৩-১৬৪৫ খ্রি. তার বই On the law of war and peace–এ পেশ করেছিলেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য একক শাসনব্যবস্থা এবং একটি সার্বজনীন আইনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেছিলেন।

এরপর ১৭৭৫ সালে ম্যানুয়েল ক্যান্ট বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং নতুন তিনটি দর্শন পেশ করেন। তিনি বলেন, এই তিনটি বিষয়কে কোনো দেশ স্বীকৃতি না দিলে বিশ্ব যেন সে দেশের সহায়তা পরিত্যাগ করে।

এর ওপর ভিত্তি করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে 'লিগ অফ নেশন্স', এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'জাতিসংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। যা মূলত আমেরিকার মাধ্যমে ইহুদিকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

এ উভয় সংস্থাই বিশ্বে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ—যদিও এ দুটো সংস্থা শান্তিরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের মূলমন্ত্রই হলো এমন, জোর যার মুল্লুক তার!"

একসময় উসমানি খেলাফতের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী মুসলিম শাসন চলছিল। কিন্তু ইহুদিরা ইসলামি শাসন সহ্য করতে পারেনি। তারা নানাবিধ ষড়যন্ত্র করে তুরস্ককে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠেলে দেয়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে আমেরিকার মাধ্যমে